যুব বার্তা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বর্ষ: ২০ □ সংখ্যা: ৬০ □ অক্টোবর ২০২৫

তরুণদের প্রতি প্রধান উপদেষ্টা
দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখো

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা

যুব দিবসের অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা

যুব পুরস্কার পেলেন ১২ আত্মকর্মী ও তিন সংগঠক

যুব উন্নয়ন একাডেমিতে যুব ও ক্রীড়া সচিব

প্রশিক্ষণ হতে হবে সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ : যুব সচিব

প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ড্রাগনকন্যা জাহানারা খাতুন

যুব বার্তা

বর্ষ: ২০ □সংখ্যা: ৬০ □ অক্টোবর ২০২৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদক

এম এ আখের
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

বার্তা সম্পাদক

সাজেদ ফাতেমী
কমিউনিকেশন অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস
রেইজিং স্পেশালিস্ট, আর্ন প্রজেক্ট

সহকারী সম্পাদক

মোঃ আমিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৬)

অলংকরণ

মোঃ নূর-ই-আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ শাহজাহান ভূঞা
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

শাহানাজ আহাম্মেদ সাথী
অফিস সহকারী কাম কমিউটার অপারেটর

আলোকচিত্রী

মোঃ লুৎফর রহমান

যুববার্তায় লেখা পাঠান

আপনার জেলা ও উপজেলার যুব কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে ফিচার, রিপোর্ট ও বিশেষ নিবন্ধ লিখে পাঠান অনধিক ৪০০ শব্দে। নির্বাচিত লেখাগুলো নাম ও পরিচয়সহ প্রকাশ করা হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ ও ভালো মানের ছবিসহ লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়-

প্রকাশনা উইং
যুব ভবন
১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
অথবা ই-মেইল করুন- ddpublication@dyd.gov.bd

সম্পাদকীয়

সরকারি কর্মচারীদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে প্রয়োজন সর্বোচ্চ সতর্কতা ও পেশাগত শৃঙ্খলা

ডিজিটাল বিশ্ব আমাদের যোগাযোগের ধরনকে বদলে দিয়েছে। তথ্যপ্রবাহের দ্রুততা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং জনসংযোগের নতুন দিগন্ত; সব মিলিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া আজ জীবনের অপরিহার্য অংশ। তবে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই মাধ্যম ব্যবহারে স্বাভাবিক ব্যবহারের বাইরে বাড়তি দায়িত্ব ও সংযমের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ তারা শুধু ব্যক্তি নন, রাষ্ট্রের নীতি ও প্রশাসনিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। তাদের যে কোনো বক্তব্য, প্রতিক্রিয়া বা শেয়ার করা তথ্য জনগণের কাছে 'রাষ্ট্রের অবস্থান' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তাই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সচেতনতা অপরিহার্য।

প্রথমত, **পেশাগত আচরণবিধি ও রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা,** এ দু'টি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি কর্মচারীরা অফিসের নথি, গোপন প্রতিবেদন, নীতিনির্ধারণী উদ্যোগ বা অভ্যন্তরীণ নির্দেশনা কখনোই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করতে পারেন না। অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে দেওয়া তথ্যও বড় ধরনের প্রশাসনিক ক্ষতি বা নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। 'অফ দ্য রেকর্ড' তথ্যও সোশ্যাল মিডিয়ায় স্থান পাওয়ার মুহূর্তেই তা আর ব্যক্তিগত থাকে না; এটি সর্বসাধারণের তথ্য হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, **রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা** সরকারি কর্মচারীর সাংবিধানিক দায়িত্ব। সোশ্যাল মিডিয়া হলো রাজনৈতিক বিতর্ক, মতাদর্শিক মতবিনিময় ও তর্ক-বিতর্কের এক উন্মুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু সরকারি কর্মচারী কোনো রাজনৈতিক দল, ব্যক্তিত্ব বা মতাদর্শগত অবস্থান নিয়ে বিতর্কমূলক মন্তব্য করতে পারেন না। লাইক, শেয়ার, রিঅ্যাকশন; সবই আজ রাজনৈতিক বার্তা বহন করে। তাই এগুলো ব্যবহারে অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, **ব্যক্তিগত মত প্রকাশে শালীনতা ও পরিমিতিবোধ** অপরিহার্য। সরকারি চাকরিজীবীরা যে কোনো সামাজিক ঘটনায় মন্তব্য করতে পারেন। তবে, ভাষা হতে হবে সংযত, দায়িত্বশীল ও পক্ষপাতহীন। ব্যক্তিগত ক্ষোভ, আবেগ বা সামাজিক ক্ষোভের মুহূর্তে দেওয়া মন্তব্য অনেক সময় ভুল ব্যাখ্যা তৈরি করে এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। মনে রাখতে হবে, তারা ব্যক্তিগতভাবে কিছু বললেও জনগণের চোখে তা একজন সরকারি কর্মচারীর বক্তব্য হিসেবে বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

চতুর্থত, **ভুয়া খবর ও গুজব মোকাবিলা** এখন সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারি কর্মচারীরা তথ্য যাচাই ছাড়া কোনো পোস্ট শেয়ার করতে পারেন না। যে কোনো ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর ঘটনা তাদের পেশাগত সততার ওপর প্রশ্ন তোলে এবং প্রশাসনের উপর জনগণের আস্থাকে দুর্বল করে।

পঞ্চমত, **শৃঙ্খলা, সহনশীলতা ও নৈতিকতার মান বজায়** রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্বেষমূলক মন্তব্য বৈষম্যমূলক ভাষা, ধর্মীয় সংবেদনশীলতা নিয়ে ব্যঙ্গ বা উসকানিমূলক পোস্ট কেবল ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি নয়, রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। একইসঙ্গে সহকর্মী, অধীনস্থ বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করাও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল।

অবশেষে বলা যায়, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের স্বাধীনতা সরকারি কর্মচারীরও আছে, তবে সেই স্বাধীনতা পেশাগত দায়িত্বে নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক মাধ্যম তাদের জন্য নিজেকে ব্যক্ত করার জায়গা তবে তা অবশ্যই হতে হবে দায়িত্বশীল, সংযত এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-সচেতন। এই ডিজিটাল যুগে সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যেকটি পোস্ট, মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়াই রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বহন করে। তাই সচেতন ব্যবহার শুধু প্রয়োজনই নয়, এটি প্রশাসনিক পেশার নৈতিক অপরিহার্যতা।

এম এ আখের
সম্পাদক

তরুণদের প্রতি প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস

সৃজনশীলতা দিয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখো

১২জন তরুণকে 'ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫' প্রদান করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস যুববার্তা

যুববার্তা ডেস্ক

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমাদের সাফল্য কেবল ব্যক্তিগত অর্জনে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যদের জন্যও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হোক। তরুণরা সক্রিয় থাকলে দেশের কোনো সমস্যাই অমীমাংসিত থাকতে পারে না। আজ আমরা তারুণ্যের শক্তিকে উদযাপন করছি। এটিই আমাদের জাতির চালিকাশক্তি।

স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ ও তরুণ প্রজন্মের অনুপ্রেরণামূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১২ তরুণকে 'ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫' প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ১৫ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের শাপলা হলে এ অনুষ্ঠানে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কারগুলো দেওয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে নগদ এক লাখ টাকা বা প্রাইজবন্ড, সম্মাননা ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেয়া হয়।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, যখন একটি দেশের যুবসমাজ সক্রিয় থাকে, উদ্যমী এবং উদ্ভাবনী শক্তিতে বলীয়ান হয়, তখন কোনো প্রতিবন্ধকতা তাদের অগ্রযাত্রা থামাতে পারে না। তিনি তরুণদের মেধা, শক্তি ও সৃজনশীলতা দিয়ে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার আহবান জানান।

অধ্যাপক ইউনূস বলেন, আমাদের তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তি আজ কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। তারা স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ সুরক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এই তরুণরাই চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে, তরুণরাই যুগে যুগে এ দেশের ইতিহাস রচনা করেছে। তরুণদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, চলার পথে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসবে। কখনো তা জনস্বাস্থ্যের সংকট, কখনো শিক্ষার অপর্যাপ্ত সুযোগ, আবার কখনো পরিবেশগত বিপর্যয়। সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দৃঢ়পদে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

> এই তরুণরাই চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে, যুগে যুগে এ দেশের ইতিহাস রচনা করেছে। কোনো প্রতিবন্ধকতা তাদের অগ্রযাত্রা থামাতে পারে না

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ মোহাম্মদ সজীব ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম। অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানসহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

যারা পুরস্কার পেলেন

যুব উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে অসাধারণ অবদানের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন তিনজন। বগুড়ার সুরাইয়া ফারহানা রেশমা, মাগুরার মো. আক্কাচ খান এবং নোয়াখালীর মো. জাকির হোসেন এ পুরস্কার পান। শিক্ষা, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য পুরস্কার পান ঝালকাঠির মো. খালেদ সাইফুল্লাহ ও গাইবান্ধার মো. শাহাদৎ হোসেন। দেশপ্রেম, বীরত্ব ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে এবার পুরস্কার পান পাবনার মো. দ্বীপ মাহবুব এবং রাজশাহীর হাসান শেখ।

জ্যেষ্ঠদের প্রতি আদর্শ সেবা/ সমাজকল্যাণে অসাধারণ অবদানের জন্য লালমনিরহাটের মো. জামাল হোসেন, কক্সবাজারের নুরুল আবছার এবং রাজশাহীর মো. মুহিন (মোহনা) পুরস্কৃত হয়েছেন। ক্রীড়া, কলা ও সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানে জন্য পুরস্কার পেয়েছেন সাতক্ষীরার আফঈদা খন্দকার এবং বান্দরবানের উছাই মং মার্মা (ধুংরী হেডমন)।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা

জুলাইয়ের চেতনা ধারণকারী তরুণেরাই নতুন বাংলাদেশের মূল চালিকাশক্তি

যুব বার্তা প্রতিবেদক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৩ শতাংশেরই বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে। এই বিপুল তরুণ জনগোষ্ঠীই দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে প্রযুক্তিনির্ভর ও উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে এই তরুণেরাই হবেন নতুন বাংলাদেশের মূল চালিকাশক্তি।

১২ আগস্ট রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫ উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। দিবসটির স্লোগান ছিল 'প্রযুক্তিনির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি'। দিবসটি উপলক্ষে ১২ জন সফল আত্মকর্মী এবং তিনজন যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করা হয়েছে।

> জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসের স্লোগান ছিল 'প্রযুক্তিনির্ভর যুবশক্তি, বহুপাক্ষিক অংশীদারিত্বে অগ্রগতি'

উপদেষ্টা বলেন, সরকার ইতিমধ্যে সেমিকণ্ডাক্টর শিল্প, কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, স্টার্টআপ, ইকোসিস্টেম, ইন্টারনেট খরচ কমানোসহ আধুনিক প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। সেসব পদক্ষেপ থেকে নানামুখী প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে দেশের উন্নয়নের নেতৃত্ব নিতে হবে তরুণদেরকেই।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দুজন বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদা)। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এবং সড়ক পরিবহন, সেতু মন্ত্রণালয় ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের শেখ মইনউদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম। উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। এ ছাড়া, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশের তরুণ নাগরিকেরা যেন জাতীয় সমৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে নিজেদের সক্ষমতা ও শক্তি কাজে লাগাতে পারে, সেজন্য প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদযাপন করা হয়ে থাকে।

দিবসটি উপলক্ষে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ র‍্যালি, আলোচনা সভা, যুব ঋণের চেক ও সনদপত্র বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনে বক্তারা যুব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনের উপর জোর দেন।

পাঁচ লাখ জনশক্তি জাপানে পাঠানোর চাহিদা নিরূপণ

যুববার্তা ডেস্ক

আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশের পাঁচটি সেক্টর থেকে পাঁচ লাখ জনশক্তি জাপানে পাঠানোর চাহিদা নিরূপন করা হয়েছে। ২৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ কবিরুল ইসলাম খানের স্বাক্ষর করা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে পাঠানো এক চিঠিতে এই চাহিদার কথা বলা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি সেক্টরে তিন মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। এসব প্রশিক্ষণের সঙ্গে কৃষিখাতের সামঞ্জস্য রয়েছে। সেই হিসেবে এসব বিষয়ে প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সাত হাজার দক্ষ জনবল জাপানে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ' প্রকল্পের আওতায় তিন বছরে প্রায় ৪০ হাজার যুবক ও যুব নারীকে এক মাস মেয়াদি যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যাদের অনেকেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়েছেন বিধায় তাদেরকে জাপানে পাঠানোর উদ্যোগ নেয়া যায়।

জাপানিজ ভাষা শিক্ষার উদ্যোগ

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব স্বাক্ষরিত চিঠিতে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি জাপানে পাঠাতে দুটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ১. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকা (সাভার), বগুড়া, সিলেট ও যশোরে অবস্থিত চারটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কার করে জাপানি ভাষা শিক্ষার উপযোগী ল্যাব স্থাপন এবং ২. জাপানি ভাষা শেখানোর বেসরকারি নামি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে জাপানি ল্যাংগুয়েজ প্রশিক্ষণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সের রংপুর বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন

যুববার্তা ডেস্ক

রংপুরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য নতুন একটি বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে 'রংপুর বিভাগীয় প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' উদ্বোধন করেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের "৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি রংপুরের উপপরিচালকের কার্যালয়ের অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশিষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও যুগ্মসচিব) এবং বর্ণিত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এম এ আখের। অনুষ্ঠানে রংপুরের উপপারচালক আব্দুল ফারুক স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনকালে যুব ও ক্রীড়া সচিব বলেন যে, দেশের এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী যুব সম্প্রদায়ভুক্ত। মোট জনগোষ্ঠীর এ বৃহৎ অংশকে জাতি গঠনে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে না। তিনি তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে যুব সম্পদায়কে সম্পৃক্ত করে যে প্রশিক্ষণ প্রদানের যে উদ্যোগ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিয়েছে, তার প্রশংসা করে বলেন যে, যুবরা চাকুরির পেছনে ঘুরে অযথা সময় ও শ্রম নষ্ট না করে তথ্যপ্রযুক্তিতে নিজেদের সমৃদ্ধ করে আত্মকর্মী হবে। নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই পরিবর্তন করবে এবং অন্যদেরও পথ দেখাবে। প্রসঙ্গতঃ তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবরা এখন ঘরে বসে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারছেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এবং "৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এম এ আখের বলেন যে, দেশের শিক্ষিত-কমশিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি বিষয়ে সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষমানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ৬৪টি জেলায় ৭১টি কেন্দ্রে কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্স, ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি কেন্দ্র প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ) এবং ৬৪টি জেলায় (১) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং (২) ইলেকট্রনিক্স (৩) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সটি চালুর সময় দেশে ৬টি বিভাগ ছিল। বর্তমানে দেশে ৮টি বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগে প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন ট্রেডে প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সটি চালু করা হয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন যে, তথ্যপ্রযুক্তি একটি টেকনিক্যাল বিষয়। এ কারণে এ বিষয়ে দেশের যুবদের উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে একটি প্রকল্প ইতোপূর্বে সফল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬টি বিভাগের বিভাগীয় মহানগরীগুলোতে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ ল্যাব তথা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিলো। তখন রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগ না থাকায় এ দুটি মহানগরীতে ল্যাব স্থাপন করা হয়নি। প্রকল্পের বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়ন চলছে। এ পর্যায়ে অবশিষ্ট এ দুটি বিভাগীয় মহানগরীতে ল্যাব স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, সচিব মহোদয় নিজে উপস্থিত থেকে রংপুরের ল্যাবটি সদয় উদ্বোধন করলেন।

অনুষ্ঠান শেষে সচিব, মহাপরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক উপপরিচালকের কার্যালয়ে "৬৪ জেলায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)" প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণাদি পরিদর্শন করেন।

অটোমেশনের যুগে অধিদপ্তর

যুববার্তা ডেস্ক

প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধনের কাজে গতি আনতে 'যুব প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম' তথা (Youth Training Management System-YTMS) উদ্বোধন করেছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। গত ২০ আগস্ট অধিদপ্তরের কার্যালয়ে এই সিস্টেম উদ্বোধন করেন তিনি।

এখন থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সব প্রশিক্ষণের রেজিস্ট্রেশন, সনদপত্র এবং ডাটাবেজ অটোমেশনে চলে গেল। একজন প্রশিক্ষণার্থী তার অন্তর্ভূক্তির সময় থেকে প্রশিক্ষণ শেষ করে দেশ বা বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকেই তার সনদপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

যুব পুরস্কার পেলেন ১২ সফল আত্মকর্মী ও তিন সংগঠক

যুব বার্তা প্রতিবেদক

এবারের জাতীয় যুব দিবস ও আন্তর্জাতিক যুব দিবসে ১২ জন সফল আত্মকর্মী ও তিন যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া আত্মকর্মী ও যুব সংগঠকদের হাতে পুরস্কারের ক্রেস্ট, সনদ ও চেক তুলে দেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত আত্মকর্মীরা হলেন মোঃ রেজাওয়ানুল ইসলাম, আবু তালেব আহাম্মদ, ফারজানা আক্তার রুনা, মোঃ রবিউল ইসলাম আসাদ, মোসাঃ লাভলী আক্তার, ফাইজুর কবির, তানজীলা খাতুন, আফজল মিয়া, শিউলি আক্তার, মোঃ নুরে আলম সিদ্দিক, শৈচিংথুই মারমা ও মোঃ শাহ আলম। তিন যুব সংগঠক হলেন মোসাঃ হাসিবা খাতুন জাহেদা, জসিম মোল্লা ও মোহাম্মদ শরীফ ইকবাল।

পুরস্কারপ্রাপ্ত আত্মকর্মী

বগুড়া জেলার ধনুট উপজেলার বাসিন্দা মোঃ রেজাওয়ানুল ইসলাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে মৎস্য চাষ বিষয়ে এক মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে পুকুরে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে সাফল্য পান। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য দপ্তর থেকে সমন্বিত কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কৃষিজ উন্নয়নে কাজ শুরু করেন। তাঁর বার্ষিক নিট আয় ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার বাসিন্দা আবু তালেব আহাম্মদ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গবাদি পশু, হাঁস মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও কৃষি বিষয়ক তিন মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর মূলধনের পরিমাণ ১০ কোটি টাকা। বার্ষিক নিট আয় ৭ লাখ টাকা।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পুরাতন কচুক্ষেত এলাকার বাসিন্দা ফারজানা আক্তার রুনা। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তিনি অধিদপ্তর থেকে ৬০ লাখ টাকা যুব ঋণ গ্রহণ করে ছোট পরিসরে হোমমেড ফুড সাপ্লাইয়ের ব্যবসা শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে তার ব্যবসার পরিধি বেড়ে যায়। এরই মধ্যে তার সহযোগিতায় ৫০ জন যুবক ও যুব নারী উদ্যোক্তা এবং ৩০ জন আত্মকর্মীতে পরিণত হয়েছেন। বর্তমানে তার মূলধন ৮৩ লাখ টাকা। তাঁর বার্ষিক নিট আয় ৫৬ লাখ টাকা।

ঢাকার সাভার উপজেলার বাসিন্দা মোঃ রবিউল ইসলাম আসাদ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশিন প্রশিক্ষণ ও ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিক্স সার্ভিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তাঁর প্রকল্পে মূলধন ৬১ লাখ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ২৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার বাসিন্দা মোসাঃ লাভলী আক্তার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কুমিল্লা জেলা থেকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সামান্য পুঁজি নিয়ে 'নকশিপট' (ড্রেস মেকিং এন্ড বুটিকস সেন্টার) নামে প্রকল্প গঠন করে কর্মজীবন শুরু করেন। শুরু হয় তাঁর প্রকল্পে সেলাই, ব্লক বাটিক ও হ্যান্ডপেইন্টের কাজ। বর্তমানে তার প্রকল্পের মূলধন ৫৭ লাখ ৭৭ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ৩৪ লাখ ১২ হাজার টাকা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গবাদিপশু, হাঁস মুরগীপালন ও মাছ চাষ বিষয়ে তিন মাস মেয়াদী প্রাথমিক চিকিৎসা ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন নাচোল উপজেলার ফাইজুর কবির। পরে প্রকল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নাচোল থেকে প্রথম দফায় ৬০ হাজার টাকা যুব ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার একটি গরুর খামার রয়েছে। এই খামারে ৬০টি গরু যার থেকে প্রতিদিন ১২০ লিটার দুধ পাওয়া যায়। বর্তমানে তাঁর প্রকল্পের মূলধন ১ কোটি ১৮ লাখ ১৪ হাজার টাকা।

খুলনা জেলার সোনাডাঙ্গা থানার তানজীলা খাতুন খুলনা সদর থানা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে 'ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং' বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তারপর থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি তিনি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেডে খুলনা জেলা কার্যালয় থেকে সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। তার প্রাথমিক মূলধন ছিল ৩ লাখ টাকা। তার বর্তমান মুলধন ৪১ লাখ ৬০ হাজার টাকা। তার বার্ষিক নিট আয় ৩৪ লাখ টাকা।

মৌলভীবাজার সদর উপজেলার মোঃ আফজল মিয়া স্থানীয় যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পরামর্শ নিয়ে তিন মাস মেয়াদী 'গবাদিপশু হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও কৃষি বিষয়ক' প্রশিক্ষণ নিয়ে খামার গড়ে তোলেন। ধানের বীজ প্যাকেটজাত করে বিক্রি করেন। তার বর্তমান মূলধন ১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা। তার বার্ষিক নিট আয় ৪৬ লাখ ৪৭ হাজার টাকা।

দিনাজপুর জেলার করিমুল্লাপুর সদর উপজেলার শিউলি আক্তার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মোহাম্মদপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ব্লক বাটিক ও প্রিটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রবল উদ্যমে কাজ শুরু করেন এবং ব্লক বাটিকের পাশাপাশি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে পাট নিয়ে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তার মুলধন প্রায় ৫৪ লাখ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ৯ লাখ টাকা।

শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার মোঃ নুরে আলম সিদ্দিক উপজেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মাসব্যাপী মাছ চাষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি মাছ চাষ ও পোল্ট্রি খামার করার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বর্তমানে নুর এগ্রো ফার্মে পোল্ট্রি, ডেইরি, হ্যাচারি, মাছ ও ফলজ বাগান রয়েছে। তাঁর মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ২৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা।

বান্দরবান সদর উপজেলার জামছড়ি ইউনিয়নের শৈচিংথুই মারমা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে 'গবাদিপশু পালন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে সামান্য পুঁজি নিয়ে গরু ও ছাগলের প্রকল্প শুরু করেন। ২০২৩ সালে যুব ঋণ গ্রহণ করে মাছ চাষসহ ফলজ ও মশলা জাতের সমন্বিত খামার গড়ে তোলেন। তাঁর সমন্বিত খামারে আম, কলা, পেঁপে, মালটা, লিচু, আপেল কুল, জাম্বুরা, আনারস, ড্রাগন, বেল, তেঁতুল, এলাচি, আদা, তেজপাতা, গোলমরিচ, গরু, ছাগল, শুকর, মুরগী ও মাছের প্রকল্প রয়েছে। তার খামার প্রকল্পে ২০ জন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে। তার বর্তমান মূলধন ৫২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। খামার থেকে বার্ষিক নিট আয় ৩২ লাখ ৫৫ হাজার টাকা।

ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাংগী উপজেলার মোঃ শাহ আলম যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঠাকুরগাঁও থেকে তিন মাস মেয়াদী 'গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও কৃষি বিষয়ক' বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নিয়ে বাড়ির জমানো এক লাখ এবং ছাগল বিক্রির এক লাখ ৬০ হাজার টাকাসহ দুই লাখ ৬০ হাজার টাকা নিয়ে মাছ চাষ ও গরুর খামার শুরু করেন। বর্তমান তার প্রকল্পের মূলধন ১০ লাখ টাকা এবং বার্ষিক নিট আয় ছয় লাখ টাকার বেশি।

পুরস্কারপ্রাপ্ত যুব সংগঠক

মোসাঃ হাসিবা খাতুন রাজশাহী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০০৪ সালে পোশাক তৈরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০০৭ সালে 'উদয়ন কুটির শিল্প' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত হন। মোসাঃ হাসিবা খাতুনের উদ্যোগে এলাকার ৪০০ নারী বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

জসিম মোল্লা মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন শ্রীনগর উপজেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও এলাকার উন্নয়নের জন্য যুবদের নিয়ে ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারি 'ফ্রেন্ডস সমাজ কল্যাণ সংসদ' প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ ১৭ বছর যাবত এ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তিনি এলাকায় বিভিন্ন কল্যাণকর কাজ করেছেন এবং অনৈতিক কার্যক্রম প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় 'পারুলিয়া মাঝেরচর সূর্য তরুণ সংঘ' নামে সংগঠনের সাথে ১৯৯১ সাল থেকে সম্পৃক্ত আছেন মোহাম্মদ শরীফ ইকবাল। সংগঠনটি ২০১৭ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নরসিংদী থেকে স্বীকৃতপ্রাপ্ত। সংগঠনটির মাধ্যমে কারিগরিসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহু যুবক ও যুব নারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ হতে হবে সময়োপযোগী: যুব সচিব

সাভারে যুব উন্নয়ন একাডেমির সম্মেলনকক্ষে বার্ষিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম বলেছেন, যুব উন্নয়ন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। তাই প্রশিক্ষণও হতে হবে সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেই এর প্রকৃত সফলতা আসবে। ২৬ জুলাই সাভারে যুব উন্নয়ন একাডেমির সম্মেলনকক্ষে যুব উন্নয়ন একাডেমির বার্ষিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

মোঃ মাহবুব-উল-আলম বলেন, 'এই একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হলো আপনাদের দক্ষতা, জ্ঞান ও নেতৃত্বের গুণাবলী বাড়িয়ে কার্যকর প্রশিক্ষণ কাঠামো গড়ে তোলা'।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব কাজী মোখলেছুর রহমান এবং ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন।

যুব উন্নয়ন একাডেমি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরব্যাপী নানা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। একাডেমির বার্ষিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধনের আগে সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম একাডেমির নতুন নামফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দ, উপপরিচালক (প্রশাসন), উপপরিচালক (পরিকল্পনা) সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

১৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে দক্ষতার বিকল্প নেই : যুব ও ক্রীড়া সচিব

যুব বার্তা প্রতিবেদক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম বলেছেন, অর্থনীতির চাকা সচল থাকলেও তরুণ প্রজন্মের একটি বড় অংশ এখনো বেকার, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকার সাভারে যুব উন্নয়ন একাডেমীতে আয়োজিত ১৬তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সচিব এ তথ্য জানান।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে সারা দেশে বর্তমানে ৭১টি ট্রেনিং সেন্টারে বেকার যুবকদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সচিব বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনকারীরা শুধু চাকরি খুঁজবেন না, বরং নিজেরাই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারবেন। এজন্য বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, 'সরকারি ট্রেনিং সেন্টারগুলোর সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে দক্ষতার বিকল্প নেই। আজকের তরুণরা আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়বে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখের উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক গ্রেড (১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব অনু বিভাগের যুগ্ম সচিব ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়ের হোসেন, যুব উন্নয়ন একাডেমির অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ সেলিম খানসহ অন্যান্য উধ্বর্তন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দুই মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৩০ কর্মকর্তার হাতে সনদপত্র তুলে দেন অতিথিরা।

সফল আত্মকর্মী নাজমিন নাহার

যুববার্তা ডেস্ক

এসএসসি পাস করার পরপরই বিয়ে হয়ে যাওয়ায় লেখাপড়া আর এগোয়নি নাজমিন নাহারের। কিন্তু নিজ উদ্যোগে কিছু একটা করার তীব্র বাসনা ছিল তার। তাই এ বছরের শুরুতে সাতক্ষীরা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন, মৎস্য চাষ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও কৃষি বিষয়ে তিন মাসের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেন।

প্রশিক্ষণ নিয়ে বাড়িতে পরীক্ষামূলকভাবে খামার তৈরি করেন নাজমিন নাহার। শুরুতে ছিল ২০টি লেয়ার মুরগি। এখানে সফল হলে পরবর্তীতে প্রকল্প সম্প্রসারণ ও বহুমুখী করার লক্ষ্যে সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কাছে যুব ঋণের জন্য আবেদন করেন। তারপর আবেদনকারীর প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০২৫ এ প্রথম দফায় তাকে দেড় লাখ টাকা ঋণ দেয়া হয়।

বর্তমানে নাজমিন নাহারের খামারে ৫০০ লেয়ার মুরগি, ৭৫ জোড়া কবুতর, তিনটি গাভী এবং ১৫৮ টি হাঁস রয়েছে। তার খামারে কাজ করে দুজন কর্মচারী। খামার থেকে প্রতিমাসে আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা।

'টেকসই উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার' শীর্ষক সাতদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) যুগ্মসচিব এম এ আখের -যুববার্তা

'আমাদের কর্মকর্তারা যথাযথ প্রশিক্ষণ পেলে বিশ্বমানের দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম'

যুববার্তা ডেস্ক

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে প্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহার অপরিহার্য। আমাদের কর্মকর্তারা যতো বেশি প্রযুক্তিতে দক্ষ হবেন, ততো দ্রুত বাংলাদেশ জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও স্মার্ট জাতির দিকে অগ্রসর হবে। ৩ অক্টোবর 'টেকসই উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার' শীর্ষক সাতদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) যুগ্মসচিব এম এ আখের এ কথা বলেছেন।

এম এ আখের বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে শুধু নিজেদের জীবনে নয়, সমগ্র সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবেন। যুব উন্নয়ন একাডেমির এ উদ্যোগ প্রমাণ করে, আমাদের কর্মকর্তারা যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পেলে বিশ্বমানের দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে টেকসই উন্নয়ন আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন থাকবে না। এটি হবে আমাদের বাস্তবতা। তিনি বলেন, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, উদ্ভাবনী চিন্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ এবং টেকসই উন্নয়ননের কৌশল সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করেছেন।

এর আগে ২৭ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। সেই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান।

দুটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্বে দুই কর্মকর্তা

যুববার্তা ডেস্ক

মোঃ মানিকহার রহমান

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ প্রকাশিত এক স্মারকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (অর্থ) মোঃ মানিকহার রহমানকে 'দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

এ কে এম মফিজুল ইসলাম

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২৮ আগস্ট ২০২৫ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এ কে এম মফিজুল ইসলামকে 'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তিনির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্ব)' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

উইং/শাখা রদবদল

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে যোগদানকৃত উপপরিচালক, মোঃ আতিকুর রহমানকে প্রশাসন-২ অধিশাখা প্রশাসন উইং, মরিয়ম আক্তারকে সিড ফাইন্যান্সিং উইং, উপরিচালক, মোঃ শাহাদাত হোসেনকে অর্থ উইং, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর (ব্লক-বাটিক পোশাক) হেলেনা আফরোজকে প্রশিক্ষণ উইং হতে পরিকল্পনা উইং, সহকারী পরিচালক মোঃ হাসিনুর রহমান তালুকদারকে প্রশিক্ষণ উইংয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

মালিভীটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন

যুববার্তা ডেস্ক

ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলায় মালিভীটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখের। পল্লী উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন ও দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার অনগ্রসর মালিভীটা গ্রামে অবস্থিত এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১ আগস্ট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এম এ আখের বলেন, গ্রামীণ মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে এবং বেকারত্ব হ্রাসে কার্যকর অবদান রাখতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অপরিহার্য। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে যে দক্ষতা অর্জন করবে, তা তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে এবং উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার পথ তৈরি করবে। এই কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীরা সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন, বেসিক কম্পিউটার শিক্ষা, হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প, সৌন্দর্যচর্চা ও পার্সোনাল কেয়ার এবং ক্ষুদ্র কৃষি ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

ঠাকুরগাঁও জেলার সীমান্তঘেঁষা, সুবিধাবঞ্চিত একটি গ্রাম মালিভীটা। যোগাযোগ, অবকাঠামো ও প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক থেকে এই জনপদ দীর্ঘদিন পিছিয়ে ছিল।

এখানকার নারীরা শিক্ষার সুযোগ পেলেও কোনো উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সুবিধা ছিল না। এই বাস্তবতা অনুধাবন করেন সমাজসেবক উপাধ্যক্ষ ফায়জুল ইসলাম। তাঁর উদ্যোগে করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই কেন্দ্রে থাকবে প্রশিক্ষণ উপযোগী ক্লাসরুম ও ওয়ার্কশপ, প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও সরঞ্জাম, অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক ও নারী-শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নিরাপদ পরিবেশ। শুধু বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য নয়, পর্যায়ক্রমে স্থানীয় তরুণী ও গৃহবধূদের জন্যও প্রশিক্ষণের সুযোগ উন্মুক্ত করা হবে এই কেন্দ্র থেকে।

কর্মকর্তাদের বদলি/রদবদল

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে ৮৪ জন কর্মকর্তাকে সংযুক্ত ও বদলি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে বিরাজ চন্দ্র সরকার ও মোঃ ইউছুফ হারুনকে সিনিয়র প্রকল্প কর্মকর্তা পদে আর্ন প্রকল্পে এবং সাভারে যুব উন্নয়ন একাডেমির অধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) মোঃ আরিফুর রহমানকে হবিগঞ্জে পদায়ন করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের উপপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমানকে মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে বদলি করা হয়েছে।

এ ছাড়া, মোঃ শাহাদাত হোসেন, কুড়িগ্রাম হতে মহাপরিচালকের কার্যালয়ে মকছুদুল কবির, পঞ্চগড় হতে নওগাঁ কে,এম, আব্দুল মতিন, নাটোর হতে পঞ্চগড় মোঃ ইসহাক, নোয়াখালী হতে কুমিল্লা লিয়েন হতে অব্যাহতিপূর্বক সদ্য যোগদানকৃত উপপরিচালক, মোঃ আতিকুর রহমানকে উপপরিচালকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম (সংযুক্ত: মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা) মোঃ আব্দুস সালাম শিকদার, লালমনিরহাট হতে রংপুর মোঃ আব্দুল ফারুক, রংপুর হতে লালমনিরহাট মোঃ আমির আলী ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে হবিগঞ্জ, এ কে এম আব্দুল্লাহ ভূঞা, হবিগঞ্জ হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এটিএম গোলাম মাহবুব, রাজশাহী হতে সিরাজগঞ্জ মোঃ শরীফুল ইসলাম, সিরাজগঞ্জ হতে রাজশাহী মোঃ মতিয়ার রহমান, জয়পুরহাট হতে নওগাঁ মোঃ মকছুদুল কবীর, নওগাঁ হতে জয়পুরহাট মোঃ আব্দুল মান্নান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে পাবনা স্বপন কুমার কর্মকার,পাবনা হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ মোঃ মাহফুজার রহমান, গাইবান্ধা হতে নীলফামারী মোঃ দিলগীর আলম, নীলফামারী হতে গাইবান্ধা উপরিচালকের কার্যালয়ে বদলি করা হয়।

কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর পদে বদলি : যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ডেপুটি কো-অর্ডিটের মোঃ আশরাফ সিদ্দীককে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাবনা মোঃ মফিজুর রহমান প্রধান, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জয়পুরহাট হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা ড. এ এম খালেদ, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জয়পুরহাট মোঃ রেজাউল হক, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পিরোজপুর হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ মোঃ মাহবুবুর রহমান, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পিরোজপুর হতে মাগুরা এ কে এম আহসানুল কবীর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাগুড়া হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঝিনাইদহ জনাব আমিরা কবির, মোছাঃ শাহিন আরা সুরতানা গণী, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঠাকুরগাঁও হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,পাবনা মোঃ আমিরুল ইসলাম, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর হতে পিরোজপুর মোঃ গোলাম মোস্তফা সরকার, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পঞ্চগড় হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রংপুর বদলি করা হয়েছে।

সহকারী পরিচালক পদে বদলি: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনমূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ শাহজাহান আলী, কুষ্টিয়া হতে চুয়াডাঙ্গা জনাব মোঃ শওকত আলী, টাঙ্গাইল হতে মহাপরিচালকের কার্যালয়,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা বদলি করা হয়েছে ।

সিনিয়র প্রশিক্ষক পদে বদলি: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাঙ্গামাটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) সুমেধা চাকমা,যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি, ভ্যালোন্তিনা চাকমা, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি মোঃ হাতেম আলী, সিনিয়র প্রশিক্ষক স্টেনোটাইপিং), যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পাবন হতে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,ব গুড়া বদলি করা হয়েছে।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বদলি : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর মাবুদ, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর হতে চাটমোহর, পাবনা মোঃ দুরুল হোদা, মান্দা, নওগাঁ হতে দুর্গাপুর, রাজশাহী মোঃ মিজানুর রহমান, টেকনাফ, কক্সবাজার হতে কালকিনি, মাদারীপুর নাজিয়া শামস, সদর, বগুড়া হতে গাবতলী, বগুড়া রনধীর দেবনাথ, জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ হতে বিয়ানিবাজার, সিলেট মোঃ অলিউল হক, খালিয়াজুড়ি, নেত্রকোনা হতে নিকলী, কিশোরগঞ্জ মুহাম্মদ উমিরুল ইসলাম,সদর, নাটোর হতে বড়াইগ্রাম, নাটোর মোঃ আব্দুস সবুর, লালপুর, নাটোর হতে সদর, নাটোর এজিএম তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, লোহাগড়া চট্টগ্রাম হতে হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর মোঃ আব্দুর রউফ, নন্দীগ্রাম, বগুড়া হতে শিবগঞ্জ, বগুড়া ফেরদৌস আহমেদ,সদর, লক্ষীপুর হতে কচুয়া, চাঁদপুর মোঃ রেজাউল করিম, কয়রা, খুলনা হতে দাকোপ, খুলনা মোহাম্মদ শাহজাহান, লালমাই, কুমিল্লা হতে লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম মোঃ মনজুর আলম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা হতে জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ তানভীর আহমেদ সিদ্দিকী, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম হতে রামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি শেখ মোঃ আজগার আলী, চিতলমারী, বাগেরহাট হতে জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ মোঃ মতিয়ার রহমান মন্ডল, ঘিওর, মানিকগঞ্জ হতে ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট মোঃ মাহবুব-উল-আলম, নাছিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হতে ছাতক, সুনামগঞ্জ জাহেদুর রহমান, সদর, পিরোজপুর হতে উলিপুর, কুড়িগ্রাম আবু জাফর হাওলাদার, ইন্দুরকানি, পিরোজপুর হতে তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় মোঃ পেয়ার আহমেদ, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ হতে রৌমারী, কুড়িগ্রাম মোঃ মাহফুজুর রহমান, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ হতে খালিয়াজুরী, নেত্রকোনা মোঃ রফিকুল ইসলাম সরদার, বানারীপাড়া, বরিশাল হতে ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ মোঃ ফেরদৌস রহমান, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী হতে বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ রাজু আহমেদ,পাবনা সদর, পাবনা হতে জকিগঞ্জ, সিলেট আকলিমা আক্তার, সদরপুর, ফরিদপুর হতে ঘিওর, মানিকগঞ্জ গাজী মোবারক হোসেন, সদর, নেত্রকোনা হতে ফুলপুর, ময়মনসিংহ মোঃ আব্দুর মজিদ, শ্রীবর্দি, মেহেরপুর হতে সরিষাবাড়ি, জামালপুর স্নিগ্ধা তালুকদার, সদর, রাঙ্গামাটি হতে বরকল, রাঙ্গামাটি নিরুপন চাকমা, সদর, খাগড়াছড়ি হতে দিঘিনালা, খাগড়াছড়ি নিজাম উদ্দিন সোহেল, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী হতে সদর, সদর লক্ষীপুর, মোঃ হাফিজুর রহমান, ডোমার, নীলফামারী হতে ডিমলা, নীলফামারী মোঃ মোস্তানজির বিন ইসলাম, সদর, কুড়িগ্রাম হতে রাজারহাট, কুড়িগ্রাম মোঃ এনামুল হক চৌধুরী, বিরামপুর, দিনাজপুর হতে ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর মোঃ এমদাদ আলী, সদর, ঠাকুরগাঁও হতে বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর প্রশান্ত কুমার দে, সদর, মাগুরা হতে আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা তোফায়েল আহমেদ, হাতিয়া, নোয়াখালী হতে রামগতি, লক্ষীপুর মোঃ মিজানুর রহমান, রামগতি, লক্ষীপুর হতে বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী আবু আহসান মোঃ রেজাউল হক, তারাকন্দা, ময়মনংিহ হতে সদর ময়মনসিংহ মোঃ আনিছুর রহমান, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ হতে তারাকান্দা, ময়মনসিংহ মোঃ আলাউদ্দিন, সদর, ময়মনসিংহ হতে বারহাট্টা, নেত্রকোনা মোঃ আব্দুল আহাদ, মদন, নেত্রকোনা হতে কেন্দুয়া, নেত্রকোনা মোঃ নুরুজ্জামান, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা হতে সদর, নেত্রকোনা মোঃ আজিজুল ইসলাম, শেরপুর, বগুড়া হতে নবাবগঞ্জ, ঢাকা মোঃ রেজাউল করিম তরফদার, সাভার, ঢাকা হতে বাঘারপাড়া, যশোর বদলি করা হয়েছে।

উপপরিচালক পদে পদোন্নতি ও পদায়ন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২৩ জুলাই ২০২৫ তারিখের এক প্রজ্ঞাপনমূলে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সিনিয়র প্রশিক্ষক (ষ্টেনো টাইপিং) মোঃ হুমায়ুন কবীরকে উপপরিচালকের কার্যালয়, লক্ষীপুর সিনিয়র প্রশিক্ষক (ষ্টেনো টাইপিং) মোঃ ফরিদুজ্জামানকে জামালপুর, সিনিয়র প্রশিক্ষক (দপ্তর বিজ্ঞান) উম্মে হাবিবাকে, শরীয়তপুর ও সহকারী পরিচালক মোঃ আব্দুর রউফ শাহ্‌কে, সিলেট সহকারী পরিচালক মোঃ সাহাবুদ্দিন সরদারকে উপপরিচালক পদে বরিশাল পদায়ন করা হয়েছে।

কো-অর্ডিনেটর ও ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর পদে পদোন্নতি ও পদায়ন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২১ আগস্ট এক প্রজ্ঞাপনমূলে ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর মোঃ রেজাউল ইসলামকে কো-অর্ডিনেটর পদে পদোন্নতি দিয়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চট্টগ্রামে পদায়ন করা হয়েছে। এর আগে ২১ আগস্ট এক প্রজ্ঞাপন মূলে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার মোঃ আইয়ুব আলীকে ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর পদে পদোন্নতি দিয়ে সুনামগঞ্জে, সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) মোঃ মিজানুর রহমানকে সাতক্ষীরা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, সিনিয়র প্রশিক্ষক মো. আরিফুর রহমানকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হবিগঞ্জ-সংযুক্ত, অধ্যক্ষের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন একাডেমি, সাভারে পদায়ন করা হয়েছে।

সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) পদে পদোন্নতি ও পদায়ন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৩০ জুলাই এক প্রজ্ঞাপনমূলে সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক (মৎস্য) মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে রাজবাড়ী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অমিতাভ বিশ্বাসকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নড়াইল মোঃ আবু ছাইদ শেখকে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সুনামগঞ্জ মোঃ আওলাদ হোসেনকে, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লক্ষীপুর সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) পদে পদায়ন করা হয়েছে।

ওরিয়েন্টেশন কোর্সে বক্তব্য প্রদান করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

নবনিযুক্ত কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আটটি ক্যাটাগরিতে নতুন নিয়োগ পাওয়া ১০৬ জন কর্মচারীর ওরিয়েন্টেশন ও শপথ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। তাদের দাপ্তরিক কার্যক্রম, নৈতিকতা, প্রশাসনিক আচরণ ও সরকারি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে ধারণা দিতে পাঁচ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্স ৩ আগস্ট যুব ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম।

সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) এম এ আখের।

অনুষ্ঠানে নবনিযুক্তদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব অনুবিভাগের প্রধান যুগ্মসচিব ড. শেখ মোহাম্মদ জোবায়েদ হোসেন এবং উপসচিব জনাব মাসুম আহমেদ। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে নবযুগে প্রবেশ করা এই কর্মচারীদের পেশাগত জীবনে নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও জনসেবার মনোভাব বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি এবং যুব সমাজের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নে তোমাদের নিষ্ঠা, সততা ও কর্মদক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লোভ ও লালসার ঊর্ধ্বে থেকে দাপ্তরিক শৃঙ্খলার ভিতর থেকেই দায়িত্ব পালন করতে হবে'। তিনি বলেন, 'উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসঙ্গত আদেশ সর্বদা শিরোধার্য হতে হবে এবং দেশের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে'। প্রধান অতিথি নবনিযুক্ত কর্মচারীদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

সভাপতির বক্তব্যে মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. মোঃ সাইফুজ্জামান এ ধরনের ওরিয়েন্টেশন কোর্স নবাগত কর্মচারীদের মধ্যে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কোর্সে অংশগ্রহণকারী নবনিযুক্ত কর্মচারীরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দায়িত্ব পালন করবেন এবং দেশের যুবসমাজকে এগিয়ে নিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবেন বলে সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে কর্মশালা

কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুববার্তা ডেস্ক

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা, সঠিকভাবে কার্যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির আধুনিক ব্যবহার এবং শক্তিশালী নেতৃত্ব ও সুশাসন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন ইকোনমিক অ্যাক্সিলারেশন অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ফর নিট [Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN)] প্রকল্পের আয়োজনে 'যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি' শিরোনামে এক কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন। ৩১ জুলাই রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলের মেঘনা হলে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আর্ন প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বিশ্ব ব্যাংকের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

বাংলাদেশ সরকারের অনুদান এবং বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় 'আর্ন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। এই প্রকল্পের আওতায় ২০২৮ সালের মধ্যে পাঁচ লাখ নিট যুব নারীসহ মোট নয় লাখ নিট যুবকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যারা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠী, যারা বর্তমানে কোনো প্রকার আনুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত নয়, তাদের নিট নামে অভিহিত করা হয়। নয় (৯) লাখ বাংলাদেশি নিট যুব (তার মধ্যে কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ নারী, শতকরা দুই ভাগ ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠী এবং শতকরা এক ভাগ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন) এই প্রকল্পের সরাসরি সুবিধাভোগী হিসেবে বিবেচিত হবে।

আর্ন প্রকল্প কর্মমুখী, উপযুক্ত ও পরিবেশবান্ধব খাতে যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং একইসঙ্গে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে বিপুল যুব জনগোষ্ঠীকে, বিশেষ করে যুব নারীদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করবে।

আর্ন প্রকল্পটি সারা দেশে বাস্তবায়ন করা হবে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে। এর অংশ হিসেবে চলতি বছর ২৭ ফেব্রুয়ারি সাভারে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে 'ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (আইডিপি)' প্রণয়ন সংক্রান্ত এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ব ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ সৈয়দ রাশেদ আল জায়েদ যশ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশাসন উইংয়ের পরিচালক এ এ আখের (যুগ্ম সচিব)। সভাপতিত্ব করেন আর্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কাজী মোখলেছুর রহমান (যুগ্ম সচিব)।

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র এর নতুন নামকরণ যুব উন্নয়ন একাডেমি

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিবর্তিত নাম যুব উন্নয়ন একাডেমি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন 'কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র' এর নাম পরিবর্তন করে 'যুব উন্নয়ন একাডেমি' করা হলো । যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনবলে এ প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করা হয়। বিগত ২৬ জুলাই ২০২৫ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মাহবুব-উল-আলম যুব উন্নয়ন একাডেমির নতুন নামফলক উন্মোচন করেন।

ঢাকা জেলাধীন সাভার উপজেলাস্থ ব্যাংক টাউন নামক স্থানে ১৯৯২ সালে ৫.৫৯ একর জমিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নামে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে বর্তমানে সাড়ে ছয় হাজারের অধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। ব্যাপক সংখ্যক জনবলের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির একমাত্র এ প্রতিষ্ঠানে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র নামটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে যথাযথ প্রতিফলিত না করার বিষয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আলোচনা ছিল, যা প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ যুব উন্নয়ন একাডেমি'র মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহাবুব-উল-আলম এই একাডেমি ভবিষ্যতে একটি 'জ্ঞানের হাব' এবং 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) বলেন, যুব উন্নয়ন একাডেমি'র এ নতুন নামকরণ এর কার্যক্রমকে নতুন মাত্রা দিবে। যুব উন্নয়ন একাডেমি প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি গবেষণা, জার্নাল, বুলেটিন ইত্যাদি কার্যক্রম চালু এবং প্রকাশনা নিয়মিতভাবে অব্যাহত রাখবে বলে তিনি অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এম এ আখের (যুগ্মসচিব), পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ড. শেখ মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন, যুগ্মসচিব (যুব অনুবিভাগ), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, এবং যুব উন্নয়ন একাডেমির অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ সেলিম খান।

শোক সংবাদ

মোঃ রোস্তম আলী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের টাঙ্গাইল জেলাধীন ঘাটাইল উপজেলা কার্যালয়ের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ রোস্তম আলী এ্যাসপিরেশন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩ জুন ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি স্ত্রী ও ২ সন্তানসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সৈয়দা শামীমা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন গুলশান ইউনিট থানা কার্যালয়ের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সৈয়দা শামীমা (৫৪) ১১ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি স্বামী ও দুই কন্যাসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

এ কে এম জিয়াউল ইসলাম

বরিশালের গৌরনদী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের ক্যাশিয়ার এ কে এম জিয়াউল ইসলাম ২২ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়েসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মোঃ একরামুল ইসলাম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রদর্শক (পশুপালন) মোঃ একরামুল ইসলাম গত ৬ আগস্ট ২০২৫ খ্রি. তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আক্তারুল হক

যশোর জেলার শার্শা উপজেলা কার্যালয়ের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আক্তারুল হক ২০ জুলাই নিজ গৃহে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

জামিলা খাতুন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভারের অফিস সহায়ক জামিলা খাতুন (৫৬) ৪সেপ্টেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি স্বামী ও দুই কন্যাসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

শাহ আলম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের নৈশ প্রহরী কাম ফরাশ জনাব মোঃ শাহ আলম হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. প্রো-অ্যাকটিভ মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ১ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মোঃ মতলেবুর রহমান

বগুড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রহরী মোঃ মতলেবুর রহমান (মন্টু) ১৯ জুলাই ২০২৫ খ্রি. নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ড্রাগনকন্যা জাহানারা খাতুন

জাতীয় যুব কাউন্সিলের সদস্য জাহানারা খাতুন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক বাটিক, হ্যান্ডপেইন্ট এবং কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। গড়ে তুলেছেন 'মনি মা শিশু ও মহিলা উন্নয়ন সংস্থা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান

সাজেদ ফাতেমী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে সারা দেশের বহু যুবক ও যুব নারী নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলেছেন। নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তারা কেবল নিজেরাই নন, আরও বহু সম্ভাবনাময় যুবক ও যুব নারীর জীবনে আলো ছড়িয়েছেন। আজকের গল্প তেমনি একজন যুব নারীকে নিয়ে। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা সদর উপজেলার কৃষি উদ্যোক্তা জাহানারা খাতুন।

জাতীয় যুব কাউন্সিলের সদস্য জাহানারা খাতুন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক বাটিক, হ্যান্ডপেইন্ট এবং কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। গড়ে তুলেছেন 'মনি মা শিশু ও মহিলা উন্নয়ন সংস্থা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। তার নিজের গড়া প্রতিষ্ঠানে চলছে নকশীকাঁথা, হ্যান্ডপেইন্ট, ব্লক-বাটিক ও সুস্বাদু মসলা তৈরির কাজ। এসবের পাশাপাশি এলাকার বেকার যুবক ও যুব নারীদের প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করেছেন তিনি। বাণিজ্যিকভাবে চাষ করছেন ড্রাগন ফল। আছে দুই শতাধিক লেবু গাছ, সজনে বাগান। চাষ করছেন কলা। পেপে চাষ করার জন্য পাশেই লিজ নিয়েছেন দুই বিঘা জমি।

এতো এতো কাজ করার সাহস পেলেন কিভাবে, কার কাছে? এর জবাবে জাহানারা বলেন, আমি ছোটবেলা থেকে আমার বাড়িতে ও আশপাশে দেখেছি যে, কৃষিকাজে শুধু পুরুষেরাই যুক্ত হন। পুরুষ ধান কেটে আনছে। মাড়াই করছে। তাছাড়া সব শক্ত কাজও করছে পুরুষেরা। অবশ্য নারীরা কৃষিকাজে পুরুষদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করছে। হয়তো ধান সেদ্ধ করার কাজটি করছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে, এই কাজগুলো শুধু পুরুষেরাই কেন করবে? বরং পুরুষের সঙ্গে নারীরাও যদি যুক্ত হন, তাহলে নারীরা তাদের নিজেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সহজেই করতে পারবে। সেই সঙ্গে আমরা আরও নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করতে পারবো। জাহানারা বলেন, আমি কৃষির নানান বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করার পর থেকে আমাকে দেখে অনেক নারীই এখন কৃষির প্রতি ঝুঁকছেন।

ড্রাগন বিদেশি ফল হলেও আমাদের দেশে এখন বাণিজ্যিকভাবে এর চাষ হচ্ছে। এ তথ্য আগে থেকেই ছিল জাহানারার কাছে। ফলটি দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমনি সুস্বাদু। বেশ আগে একবার খেয়েই ভেবেছিলেন তিনি ড্রাগন চাষ করবেন। কারণ কৃষিকাজের প্রতি তার আগ্রহ ছিল। তাই নিজের জমানো টাকায় দেড় বিঘা জমি কিনে ড্রাগন চাষ শুরু করেন বছর চারেক আগে। শুরুর পর থেকে প্রতি বছরই ড্রাগন ফল বিক্রি করে ১০ থেকে ১৫ লাখ টাকা আয় হচ্ছে বলে জানান জাহানারা বেগম।

চিকিৎসকেরা বলছেন, ড্রাগন ফলে প্রচুর ভিটামিন সি আছে। ক্যালরি কম থাকায় এই ফল খেলে ওজন বাড়ার কোনো আশঙ্কা নেই। এতে প্রচুর ম্যাগনেশিয়াম, ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড, বিটা-ক্যারোটিন ও লাইকোপেনের মতো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে। আরও আছে ফাইবার ও আয়রন, যা আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দু:খ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

- অনেক কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে আমাদের সুখের স্বর্গ রচনা করতে হয়। জীবনের কোনো মহৎ কর্মই ত্যাগ-তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট ছাড়া সফল হয়না। পথ দীর্ঘ দেখে পথিক যদি তার হাঁটা থামিয়ে দেয়, তাহলে সে কোনোদিনই তার গন্তব্যে যেতে পারবে না। এই আপ্তবাক্যটি জাহানারা খাতুনের জানা ছিল। তাই অনেক কঠিন কাজ জানা সত্ত্বেও কৃষিকাজের মতো পেশায় নিজেকে জড়িত করেছেন। ড্রাগনের মতো কাঁটায় ভরা ফলের চাষ করতে মাঠে নেমে পড়েছেন।

জাহানারা খাতুনের চলার সকল পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক।

সম্পাদক কর্তৃক যুব ভবন, ১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq